[২০১৮] ৯ এস.সি.আর. ৫০৩

অজয় কুমার সিং ও অন্য

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য

(২০১৪ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১০৮২৯)

আগস্ট ০৯,২০১৮

[কুরিয়ান জোসেফ এবং সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা আইনঃ

সিনিয়রিটি – প্রমোটি এবং সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে আন্তঃসিনিয়রিটি – প্রমোটিদের 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার' পদের সিনিয়রিটি তালিকায় সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের চেয়ে উঁচু স্থানে রাখা হয়েছিল – সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তরা সিনিয়রিটি তালিকার চ্যালেঞ্জ করে দাবি করেছিল যে প্রমোটিদের নিয়োগ সংবিধানের ৩২০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উত্তর প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিপিএসসি)-এর পরামর্শ ছাড়াই করা হয়েছিল, যা সংবিধানবিরুদ্ধ – রায়: প্রমোটি এবং সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তরা প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি স্টপ-গ্যাপ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন – অতএব, সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ ইউপিপিএসসি-এর নিয়মিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়নি – পরবর্তীতে তাদের ২০.১১.২০০১ তারিখের অফিস মেমোরান্ডাম অনুযায়ী নিয়মিতকরণ করা হয়েছিল – হাই কোর্ট সেন্ট্রালাইজড সার্ভিসেস রুলস, ১৯৮৫-এর ৪র্থ সংশোধনের উপর নির্ভর করা সঠিক ছিল না, কারণ সেখানে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার' পদটি সেই পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যেগুলোর জন্য ইউপিপিএসসি-এর পরামর্শ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে – এই পরামর্শ বাধ্যতামূলক ছিল – তবে এটি একটি অনিয়ম এবং অবৈধতা নয়, এবং এই অনিয়ম পরবর্তী পরামর্শের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে – সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য আন্তঃসিনিয়রিটির প্রাসঙ্গিক তারিখ হবে তাদের নিয়মিতকরণের তারিখ এবং প্রমোটিদের জন্য হবে তাদের ধারাবাহিক কার্যভার গ্রহণের তারিখ – প্রমোটিদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগের তারিখের আগের – রাজ্যকে ইউপিপিএসসি-এর পরামর্শের জন্য পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হল – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ৩২০(৩) – উত্তর প্রদেশ শহুরে পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন আইন, ১৯৭৩ [উত্তর প্রদেশ শহুরে পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন (সংশোধন এবং বৈধতা) আইন, ১৯৮৫ দ্বারা সংশোধিত] – ধারা ৫খ – উত্তর প্রদেশ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সেন্ট্রালাইজড সার্ভিসেস রুলস, ১৯৮৫ – বিধি ৮, ২১ এবং ২৮, তৃতীয় তফসিল – উত্তর প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ফাংশনের সীমাবদ্ধতা) প্রবিধান, ১৯৫৪।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত

বলেঃ ১. বিরোধটি অ্যাড-হোসিজমের ফল, যা ১৯৭৩ সালের উত্তর প্রদেশ নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন আইনে সংশোধনের সময় শুরু হয়েছিল, যাতে ইউ.পি. রাজ্যের কর্তৃপক্ষগুলি আরও ভাল উন্নয়ন করতে পারে। নিয়মিত প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করা হয়নি এবং পদোন্নতি এবং সরাসরি নিয়োগ উভয়ের ক্ষেত্রেই স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে, এই স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থাটি নিয়মিত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে দীর্ঘ সময়ের জন্য অব্যাহত রেখে আরও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। এটি উভয় চ্যানেলেই ছিল। আবেদনকারীদের নিয়োগ স্বয়ং ইউপিপিএসসি-র নিয়মিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়নি, বরং অফিস মেমোরেন্ডাম ২৫.৮.১৯৮৭ তারিখের মাধ্যমে নিযুক্ত একটি নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে করা হয়েছিল। নিয়োগটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং অ্যাডহক ভিত্তিতে ছিল এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়মিত প্রার্থী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ এক বছর বা সেই সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকার কথা ছিল। আবেদনকারীদের অফিস মেমোরেন্ডাম ২০.১১.২০০১ তারিখের অনুসারে নিয়মিত করা হয়েছিল। সুতরাং, এটি এমন নয় যে আবেদনকারীরা এমন ব্যক্তি যারা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছেন। এটা বরং বিদ্রুপাত্মক যে, যে আবেদনকারীরা নিজে প্রাথমিকভাবে অ্যাডহক ভিত্তিতে ছিলেন এবং নিয়মিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছিলেন না, তাঁরা এই প্রযুক্তিগত আপত্তির ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতার তালিকাকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের নিয়োগ কখনই ইউপিপিএসসি-র মাধ্যমে হয়নি, যেমন নিয়মের অধীনে পরিকল্পনা করা হয়েছে। [আনুচ্ছেদ ১৮, ১৯ এবং ২৫] [৫১৪-ই-জি; ৫১৫-বি-সি; ৫১৬-এফ-জি]

সুশীল চন্দ্র শ্রীবাস্তব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য ১৯৯৬ অল এলজে ১১৭১ ৫ উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম মনমোহন লাল [১৯৫৮] এসসিআর ৫৩৩-উল্লিখিত।

২. বেসরকারী উত্তরদাতারা ৫-১০ পদোন্নতিপ্রাপ্ত। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদে পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৭.৫.১৯৯৫। প্রাসঙ্গিক সময়ে, উত্তর প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কার্যকারিতার সীমাবদ্ধতা) রেগুলেশন, ১৯৫৪-এর ১৩ তম সংশোধনীটি ইউপিপিএসসির সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা দূর করেছিল। পরবর্তীতে, ১৯.১০.১৯৯৫ তারিখে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই

সংশোধনীগুলিকে বাতিল করে দেয়। *মানবোধন লাল মামলায় সংবিধানের ৩২০ (৩) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, সংবিধান নির্মাতাদের অভিপ্রায় কমিশনের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে পরামর্শের ব্যবস্থা করা নাও হতে পারে, তবে এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি বলার অর্থ এই নয় যে, কার্যনির্বাহী সরকার কমিশনের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারে, যেমনটি বর্তমান মামলায় বোর্ড জুড়ে এই ধরনের পরামর্শ বাতিল করে করার চেষ্টা করা হয়েছিল। হাইকোর্ট ইউ.পি. ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সেন্ট্রালাইজড সার্ভিসেস রুলস, ১৯৮৫ তারিখ ৮.৯.১৯৯৩, এ ৪র্থ সংশোধনীর উপর নির্ভর করা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। সংশোধনীতে এমন পদের বিধান রয়েছে যার জন্য পরামর্শের প্রয়োজন ছিল না। নিঃসন্দেহে, 'সহকারী প্রকৌশলী' পদটি এই ধরনের পদগুলির মধ্যে একটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। এই ধরনের পরামর্শ বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু করা হয়নি। তবে, এটি একটি অনিয়ম এবং অবৈধ নয়, এবং এই ধরনের অনিয়ম সর্বদা সম্ভাব্য পরামর্শের মাধ্যমে নিরাময় করা যেতে পারে। [আনুচ্ছেদ ২০-২২] [৫১৫-সি-এইচ; ৫১৬-এ-বি]

*স্টেট অফ ইউ.পি. বনাম মানবোধন লাল |১৯৫৮] এস.সি.আর. ৫৩৩-অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. উত্তরপ্রদেশ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সেন্ট্রালাইজড সার্ভিসেস রুলস, ১৯৮৫-এর বিধি ২৮-এ কোনও সন্দেহ নেই যে, সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা চাকরিতে যোগদানের তারিখ থেকে নির্ধারিত হবে। আবেদনকারীদের অ্যাডহক নিয়োগ পরবর্তী তারিখ থেকে নিয়মিত করা হয়েছিল এবং এইভাবে, তারা কেবল সেই তারিখ থেকে আন্তঃ জ্যেষ্ঠতার জন্য নিয়োগ দাবি করতে পারে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন কার্যনির্বাহী তারিখ প্রাসঙ্গিক তারিখ হবে বলে নিয়মটি নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত উত্তরদাতারা বিভিন্ন তারিখ থেকে দায়িত্ব পালন করছেন এবং সেগুলি প্রাসঙ্গিক তারিখ হবে এবং সেই তারিখগুলি আবেদনকারীদের নিয়োগের আগে। একমাত্র অনিয়ম হল ইউপিপিএসসি-র সঙ্গে পরামর্শ না করা। [আনুচ্ছেদ ২৪] [৫১৬-ডী-এফ]

৪. প্রাইভেট সাড়া দাতা/পদোন্নতিপ্রাপ্তদের নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ত্রুটি সংশোধন করার জন্য, রাজ্য সরকারকে বর্তমান রায়ের তারিখ থেকে সর্বাধিক দুই মাসের মধ্যে ইউপিপিএসসির কাছে পরামর্শের

জন্য আবেদন করা উচিত, এবং পরামর্শ প্রক্রিয়ার ফলাফলের উপর নির্ভর করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, এবং সিনিয়রিটি তালিকা অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত। এর অর্থ হবে যে পদোন্নতিপ্রাপ্তরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইউপিপিএসসি-র অনুকূল মতামত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতার তালিকায় তাদের অবস্থান বজায় রাখবে, এবং শুধুমাত্র এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যা ইউপিপিএসসি অন্যথায় পরামর্শ দেয়, অর্থাৎ নেতিবাচকভাবে, সেই ব্যক্তি একই জ্যেষ্ঠতার অংশ হওয়ার যোগ্য হবেন না। [আনুচ্ছেদ ২৬] [৫১৬-জি-এইচ; ৫১৭-এ-বি]

ডাইরেক্ট রিক্রুট ক্লাস ॥ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার্স 'অ্যাসোসিয়েশন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য (এ৯৯০) ২ এস. সি. সি ৭১৫: [১৯৯০] ২ এস.সি.আর. ৯০০-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

অল এলজে ১১৭১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৫৮] এস.সি.আর. ৫৩৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[১৯৯০] ২ এস.সি.আর. ৯০০	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৪

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৪-এর দেওয়ানী আপিল নং ১০৮২৯।

২৬.০৪.২০১০ তারিখের এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের লখনউ বেঞ্চের রায় এবং আদেশ থেকে, ডব্লিউ.পি (সি) নং.১৩৮৮/২০০৭(এস/বি)

সঙ্গে

২০১৪ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১০৮২৮।

পি. এন. মিশ্র, অমরেন্দ্র শরণ, প্রবীণ আইনজীবী, সিদ্ধার্থ দাভে, মনীশ সিং, শশাঙ্ক সিং, কবির দীক্ষিত, আদিল শরফুদ্দিন, মহম্মদ ওয়াকাস, পরম কে মিশ্র, শেখর কুমার, রাজীব দুবে, আশুতোষ কুমার শর্মা, কমলেন্দ্র মিশ্র, বিষ্ণু বি. সাহারিয়া, বীরেশ বি. সাহারিয়া (মেসার্স সাহারিয়া অ্যান্ড কোম্পানির জন্য), প্রদীপ কুমার, এস. উদয় কুমার সাগর, মিসেস বিনা মাধবন, মিসেস এলিজাবেথ অ্যান্টনি (মেসার্স আইনজীবী এস নিট অ্যান্ড কোম্পানির জন্য), চিরারঞ্জন অ্যাড্ডি, গুন্নম ভেঙ্কটেশ্বর রাও, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি ১. পদোন্নতিপ্রাপ্ত এবং সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে এটি আরও একটি চিরস্থায়ী বিরোধ-এবার মার্কিন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীভূত পরিষেবাগুলিতে 'সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক)' পদে। উভয় নিয়োগই প্রাথমিকভাবে অ্যাডহক ভিত্তিতে করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নিশ্চিত করা হয়েছিল। মূল বিরোধটি ভারতের সংবিধানের ৩২০ (৩) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত উত্তর প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (সংক্ষেপে 'ইউপিপিএসসি') সাথে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত যখন এই অ্যাডহক নিয়োগগুলি নিশ্চিত করা হয়েছিল। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের মতে, বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করার সময়ে যখন অ্যাডহক পদোন্নতিপ্রাপ্তদের নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছিল, তখন এই ধরনের কোনও পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়নি এবং এইভাবে তাদের নিয়োগ অবৈধ। এই ধারাবাহিকতায় সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের দ্বারা করা প্রার্থনা যে এই ধরনের সমস্ত পদোন্নতি, এমনকি যদি ইউপিপিএসসি-র সাথে পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিষেবাটি নিয়মিত করা হয়, তবে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের নিচে রাখা হবে।

২. বিবাদের প্রকৃত ঘটনা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু এর পরিণতি বলা হয় 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার' পদের জন্য ১৫.৫.২০০৭ তারিখের সিনিয়রিটি তালিকার মাধ্যমে, যার ভিত্তিতে প্রমোটিদের সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের উপরে রাখা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ইউ.পি. ডেভেলপমেন্ট অথরিটিজ সেন্ট্রালাইজড সার্ভিসেস তৈরি করা হয় ইউ.পি. আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সংশোধন এবং বৈধতা) আইন, ১৯৮৫-এর মাধ্যমে। প্যারেন্ট আইন, অর্থাৎ ইউ.পি. আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আইন, ১৯৭৩ (যাকে পরবর্তীতে 'উক্ত আইন' বলা হবে)-কে সংশোধনের জন্য সংশোধনী আইন প্রণীত হয়েছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশ রাজ্যে উন্নত উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। এই প্রক্রিয়ায়, এইসব কর্তৃপক্ষ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত পরিষেবা তৈরি করা হয়। এটি সহজতর করার জন্য সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ধারা ৫ক সন্নিবেশিত করা হয়, যা সমস্ত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীভূত পরিষেবা তৈরি করে। ইউ.পি. ডেভেলপমেন্ট অথরিটিজ সেন্ট্রালাইজড সার্ভিসেস রুলস, ১৯৮৫ (যাকে পরবর্তীতে 'উক্ত বিধি' বলা হবে) উক্ত ধারা ৫ক-এর অধীনে প্রণীত হয় এবং তা ২৫.৬.১৯৮৫ তারিখে বিজ্ঞাপিত হয়ে কার্যকর হয়। উক্ত বিধির বিধি ৮ বিভিন্ন পদে নিয়োগের উৎস নির্ধারণ করে, যা তফসিল । থেকে VI-তে তালিকাভুক্ত রয়েছে। 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার' পদে পদোন্নতি তফসিল III-তে তালিকাভুক্ত রয়েছে। তফসিল III-এর প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:

কেন্দ্রীয়কৃত পরিষেবার নাম	পদের নাম	পদোন্নতির জন্য পদ	পদোন্নতির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতামান পরিষেবা
ইঞ্জিনিয়ারিং সহায়ক	সহকারী প্রকৌশলী (৮৫০-১৭২০ টাকা)	নিম্ন প্রকৌশলী (৪৮৫-৮৬০ টাকা)	প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন জুনিয়র প্রকৌশলী হতে হবে এবং নিয়োগ বছরের প্রথম জুলাই পর্যন্ত যোগ্য জুনিয়র প্রকৌশলী হিসেবে কমপক্ষে ১০ বছরের পরিষেবা সম্পন্ন করতে হবে।

সহায়ক অভিযান :: সহকারী প্রকৌশলী

আবের অভিযান :: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে দ্বিতীয় তফসিলে পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা পদোন্নতির মাধ্যমে ৫০ শতাংশ এবং সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ অনুপাতে পদ পূরণ করার বিধান রয়েছে।

৩. বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক প্রকৌশলের ডিগ্রি হিসাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ 'সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক)'-এর ৯টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য '১১.৭.১৯৮৭'-তে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। নির্বাচন কমিটির দ্বারা '১৩.৮.১৯৮৭'-এ করা নির্বাচনের ভিত্তিতে '২৫.৮.১৯৮৭' তারিখের অফিস স্মারকলিপি অনুসারে এই নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগটি 'সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং অ্যাডহক ভিত্তিতে' করা হয়। অফিস স্মারকলিপির ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে এই ধরনের নিয়োগগুলি সর্বোচ্চ এক বছর বা নিয়মিত প্রার্থীদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ী। এটিও বলা হয়েছিল যে কোনও পূর্ববর্তী তথ্য ছাড়াই যে কোনও সময় পরিষেবাগুলি বাতিল করা যেতে পারে। আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি যে সিভিল আপিলের দুই আবেদনকারী নং ১০৮২৯/২০১৪ এবং সিভিল আপিল নং ১০৮২৮/২০১৪-এর একজন আবেদনকারী সরাসরি নিয়োগ হিসাবে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন।

৪. উক্ত বিধিগুলো সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছিল। ৭.২.১৯৯২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিধির ৩য় সংশোধন অনুসারে একটি নতুন বিধি ২০-এ সন্নিবেশিত করা হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ১.১০.১৯৮৬ বা তার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত অস্থায়ী সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়মিতকরণ। তবে এই সংশোধন আবেদনকারীদের কোনো সহায়তা করেনি, কারণ কাট-অফ তারিখ ছিল ১.১০.১৯৮৬, যেখানে আবেদনকারীদের নিয়োগ হয়েছিল ২৫.৮.১৯৮৭ তারিখে। পরবর্তীতে, ১৯৮৫ বিধির ৭ম সংশোধন, যা ২.৮.২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয়, বিধি ২০-এ-এর অধীনে কাট-অফ তারিখ ১.১০.১৯৮৬ থেকে পরিবর্তন করে ২৯.৬.১৯৯১ করা হয়, যা ২৯.৬.১৯৯১ তারিখের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত অস্থায়ী সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়মিতকরণ সহজতর করেছিল। সুতরাং আবেদনকারীদের নিয়মিতকরণ ২০.১১.২০০১ তারিখের অফিস মেমোরান্ডামের শর্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে সম্পন্ন হয়েছিল।

৫. এদিকে, একইসাথে প্রমোটিদের বিষয়ে আরেকটি ঘটনা চলছিল। বিরোধের বীজ বপন হয়েছিল ৮.৯.১৯৯৩ তারিখে বিজ্ঞাপিত বিধির ৪র্থ সংশোধনের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে বিধি ২১, যা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিল, সংশোধিত হয় এবং নির্দিষ্ট কিছু পদের ক্ষেত্রে ইউপিপিএসসি-এর পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া হয়। বিদ্যমান এবং সংশোধিত বিধির প্রাসঙ্গিক সংশোধন নিম্নে তুলে ধরা হল:

কলাম – I	**কলাম – II**
পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য বিদ্যমান নিয়ম পদ্ধতি	পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য এতদ্বারা প্রতিস্থাপিত পদ্ধতি হিসাবে বিধি
২১. পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ সিনিয়রিটির ভিত্তিতে অযোগ্যদের বাছাই করে করা হবে এবং এটি "উত্তর প্রদেশ পদোন্নতি (নির্বাচনের মাধ্যমে) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শে নিয়োগের পদ্ধতি বিধিমালা, ১৯৭০"-এর নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদিত হবে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে।	২১. পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ রাজ্য সরকারের দ্বারা সিনিয়রিটির ভিত্তিতে অযোগ্যদের বাছাই করে করা হবে এবং এতে পদোন্নতির নীতিমালা অনুসরণ বা প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কে উত্তর প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন হবে না। এই বিধি তালিকা-১-এ উল্লিখিত অপর সচিব, যৌথ সচিব, সম্পত্তি আধিকারিক, বরিষ্ঠ কর ও রাজস্ব অধিক্ষক, মুখ্য প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, হিসাব আধিকারিক, প্রধান নগর পরিকল্পনাকারী, নগর পরিকল্পনাকারী, কার্যালয় অধিকর্ষক এবং ব্যক্তিগত সচিব পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে, ইউপিপিএসসি-র সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা দূর করার সময়, এটি সংশোধিত নিয়মে উল্লিখিত পদগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং "সহকারী প্রকৌশলী" পদের উল্লেখ করা হয়নি।

৬. পরবর্তী উন্নয়ন ঘটে ৭.৯.১৯৯৪ তারিখে, যখন উত্তর প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কার্যকারিতার সীমাবদ্ধতা) রেগুলেশন, ১৯৫৪-এর ১৩ তম সংশোধনী কার্যকর করা হয়। এই সংশোধনীটি রাজ্য পরিষেবায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের যোগ্যতার বিষয়ে ইউপিপিএসসির সাথে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। এই সংশোধনীকে সহায়তা করে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের 'সহকারী ইঞ্জিনিয়ার' পদে নিয়মিত পদোন্নতির জন্য একটি বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি ২৭.৫.১৯৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, যা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে, সংশোধনীর আলোকে, ইউপিপিএসসির সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। যাইহোক, সুশীল চন্দ্র শ্রীবাস্তব বনাম ইউ.পি. রাজ্য এবং অন্যান্য[১] ক্ষেত্রে, যেখানে এটিকে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ বলে গণ্য করা হয়েছিল এবং পূর্বোক্ত সংশোধনীর চ্যালেঞ্জটি বহাল রাখা হয়েছিল, রাজ্য পরিষেবা এবং পদে পদোন্নতি সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রবিধানগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। রায়টি সংবিধানের ৩২০ (৩) অনুচ্ছেদের নোট নিয়েছিল, যা নিম্নরূপঃ

"৩২০. পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কার্যাবলী-

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(৩) ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে-

(ক) সিভিল সার্ভিস এবং সিভিল পদে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে;

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

তবে সরকারের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত সকল-ভারতীয় পরিষেবা এবং অন্যান্য পরিষেবা এবং পদ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিষেবা এবং পদ সম্পর্কে রাজ্যপাল, সাধারণভাবে অথবা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন হবে না

[১] ১৯৯৬ অল এলজে ১১৭১

এমন বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে বিধিমালা করতে পারেন।

৭. হাইকোর্ট এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়টি ইউ.পি. বনাম মানবোধন লাল!- এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছে, যাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে সংবিধানের ৩২০ (৩) (গ) অনুচ্ছেদটি ডিরেক্টরি ১ এন প্রকৃতির এবং নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছে, যা হাইকোর্ট দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়েছিল-নিম্নরূপঃ

> "সংবিধানের নির্মাতারা যদি ইচ্ছা করতেন যে কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, তা হলে প্রবিধানটি থাকত না, অথবা যে শর্তে এটি দাঁড়িয়ে আছে, তা কোনওভাবেই থাকত না। এটা বলার অর্থ এই নয় যে (সি কার্যনির্বাহী সরকার কমিশনের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারে বা যে ক্ষেত্রে এটির পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে বা নাও হতে পারে সেগুলি বেছে নিতে এবং বেছে নিতে পারে।"

৮. হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, তাৎক্ষণিক মামলায়, বিতর্কিত সংশোধনীর মাধ্যমে, পরামর্শ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে, এটি উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের শেষ অংশে এই আদালত নিজেই যে সতর্কতা জারি করেছে তার মধ্যে পড়বে। এই রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

৯. এইভাবে, উপরোক্ত রায়ের প্রভাব স্পষ্ট ছিল যে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের পদোন্নতির জন্য প্রক্রিয়ার জন্য ইউপিপিএসসি-র সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন হবে। যাইহোক, তা সত্ত্বেও, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য ২৯.১২.১৯৯৫ তারিখে একটি অফিস স্মারকলিপি জারি করা হয়েছিল। এটি করার জন্য, ৮.৯.১৯৯৩ তারিখে ৪র্থ সংশোধনের মাধ্যমে বিধির ২১ নম্বর বিধিতে যে সংশোধন করা হয়েছিল তার উপর নির্ভর করা হয়েছিল, এবং যেহেতু ওই সংশোধন বাতিল করা হয়নি, তাই পরামর্শের প্রক্রিয়া প্রয়োজন ছিল না। যাইহোক, 'সহকারী প্রকৌশলী' পদটি উক্ত সংশোধনীর আওতায় থাকা পদগুলির মধ্যে একটি নয়, এমন একটি অবস্থান, যা আমাদের সামনে গুরুতরভাবে বিতর্কিত হতে পারে না। তবে, এই পদোন্নতিগুলির নিয়মিতকরণ বিধিগুলির ১৪তম সংশোধনী অনুসারে করা হয়েছিল, নিয়ম ২১ক সন্নিবেশ করে, অ্যাডহক পরিষেবাগুলির নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করে, ৩০.৬.১৯৯৮ এর আগে কাজ করা পদোন্নতি দেয়।

১০. এর প্রভাব ছিল যে নিয়মিতকরণ তাদের পদোন্নতির তারিখ থেকে কার্যকর হবে, অর্থাৎ, ২৯.১২.১৯৯৫। আমরা যোগ করতে চাই

[২]১৯৫৮ এসসিআর ৫৩৩.

যে, পদোন্নতপ্রাপ্তদের মধ্যে পারস্পরিক সিনিয়রিটির দাবির বিষয়ে, এটি ২১ক বিধির উপ-বিধি (৮)-এর আওতায় পড়ে, যা নিম্নরূপঃ

> (৮) এই বিধির অধীনে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র এই বিধির অধীনে নির্বাচনের পর পদোন্নতির আদেশের তারিখ থেকে জ্যেষ্ঠতার অধিকারী হবেন এবং সব ক্ষেত্রেই এই বিধির অধীনে উক্ত ব্যক্তির পদোন্নতির পূর্বে উপ-নিয়মে (৫) অন্তর্ভুক্ত পদোন্নতির পদ্ধতি অনুযায়ী পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নীচে রাখা হবে।

১১. এইভাবে, বিতর্কের মূল বিষয় হল যে, যদি পদোন্নতিপ্রাপ্তদের আইন অনুসারে পদোন্নতি দেওয়া হয়, ১নং অফিস স্মারকলিপি ২৯.১২.১৯৯৫ তারিখ অনুসারে, তাহলে তারা আবেদনকারীদের চেয়ে প্রবীণ হিসাবে স্থান পাবেন, যাঁদের কেবলমাত্র ২.৮.২০০১ তারিখের ৭ নং সংশোধনী অনুসারে ২০.১১.২০০১-এ নিয়মিত করা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে 'সহকারী প্রকৌশলী'-এর বিতর্কিত জ্যেষ্ঠতার তালিকাটি ১৫.৫.২০০৭-তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পদোন্নতিপ্রাপ্তদের সরাসরি নিয়োগকারীদের উপরে রাখা হয়েছিল। এই জ্যেষ্ঠতার তালিকাটি রিট পিটিশনে আক্রমণ করা হয়েছে, যা বিতর্কিত আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছে।

১২. আবেদনকারীদের আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, ইউপিপিএসসির সাথে পরামর্শ না করে, ব্যক্তিগত উত্তরদায়ীদের নিয়োগকে নিয়মিত বলা যায় না এবং আসলে, এটি একটি অন্তর্নিহিত আইনি ত্রুটি থেকে ভুগছে। ১৩ তম সংশোধনী অনুযায়ী, ৭.৯.১৯৯৪ তারিখে অধঃসূচনি করা প্রবিধানগুলির ছাতার নীচে প্রাথমিকভাবে ইউপিপিএসসির সাথে পরামর্শ বর্জন করা হয়েছিল এবং ১৯.১০.১৯৯৫ তারিখে আলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় দ্বারা উক্ত সংশোধনী বাতিল করা হয়েছিল, স্পষ্টভাবে ব্যক্তিগত উত্তরদায়ীদের নিয়োগকে অবৈধ করে তুলেছে। পরে ৮.৯.১৯৯৩ তারিখে বিজ্ঞপ্তি করা উক্ত নিয়মের ৪র্থ সংশোধনের আওতায় এটিকে আনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ 'সহকারী প্রকৌশলী' পদটিকে ইউপিপিএসসির সাথে পরামর্শ বর্জন করা পদগুলির তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং, যদিও ইউপিপিএসসির সাথে পরামর্শ বাতিল করার ক্ষেত্রে ব্ল্যাঙ্কেট তুলে নেওয়া বাতিল করা হয়েছিল, তবে উক্ত নিয়মের অন্যান্য সংশোধনী ব্যক্তিগত উত্তরদায়ীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি।

১৩. অন্যদিকে, রাজ্য সরকার এই যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেছে যে, এটি সর্বোত্তমভাবে একটি অনিয়মিত নিয়োগ ছিল এবং অবৈধ নিয়োগ নয়, কারণ ইউপিপিএসির সাথে পরবর্তীতে

পরামর্শ করা যেতে পারে। অবশ্য, এটি বিকল্পে একটি যুক্তি ছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে এটি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার পরে যে, ৮.৯.১৯৯৩ তারিখের বিধির ৪র্থ সংশোধনীতে "সহকারী প্রকৌশলী" পদটি নির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমরা যোগ করতে পারি যে, এই প্রস্তাবের সঙ্গে কোনও প্রকৃত দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না যে, আপিলকারীদের উত্থাপিত আর. টি. আই প্রশ্নের রাজ্য সরকারের উত্তর অনুসারেও, কমিশনের আওতায় যেখানেই পদগুলি আসে সেখানে এই পরামর্শের প্রয়োজন ছিল এবং এইভাবে, "জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার" থেকে "সহকারী প্রকৌশলী" পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল।

১৪. রাজ্য সরকারের পক্ষে উপস্থিত শীর্ষ আইনজীবী শ্রী পি.এন. মিশ্রের যুক্তির দ্বিতীয় অংশ এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চের রায়ে নির্ভর করেছিল ডাইরেক্ট রিক্রুট ক্লাস ॥ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য[৩] উপসংহারের অনুচ্ছেদ ৪৭-এ, প্রবর্তিত এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগকৃতদের পারস্পরিক সিনিয়রিটি সম্পর্কিত প্রস্তাবনাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এ বলা হয়েছে:

> "(বি) যদি নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাথমিক নিয়োগ না করা হয় তবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়ম অনুসারে তাঁর চাকরি নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পদে বহাল থাকেন, তবে কার্যনির্বাহী পরিষেবার সময়কাল গণনা করা হবে।"

১৫. যেহেতু চ্যালেঞ্জটি জ্যেষ্ঠতার তালিকায় রাখা হয়েছে, তাই দাবি করা হয়েছিল যে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের কার্যনির্বাহী সময়কালও পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে তাদের জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা হবে। এই যুক্তিকে আরও সমর্থন করার জন্য বিধি ২৮ (৪) বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা জ্যেষ্ঠতার সাথে সম্পর্কিত এবং নিম্নরূপঃ

> **"২৮. জ্যেষ্ঠতা-**
>
> XXXX XXXX XXXX XXXX
>
> (৪) উপ-বিধি (১)-এ যা কিছু বলা হয়েছে, তার পরেও, সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সিনিয়রিটি সেই ব্যক্তির সেবা যোগদানের তারিখ থেকে নির্ধারিত হবে, সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এবং পদোন্নতিপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অফিসিয়াল হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু হওয়ার তারিখ থেকে। এবং যদি পদোন্নতিপ্রাপ্ত এবং সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ একই হয়, তবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সিনিয়র হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

[৩](১৯৯০) ২ এসসিসি ৭১৫

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোনও নিয়োগের বছরে পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগ উভয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয় এবং উৎসের সংশ্লিষ্ট কোটা নির্ধারিত হয়, সেক্ষেত্রে আন্তঃ জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে নিয়ম ১৭ অনুসারে একটি যৌথ তালিকায় নামগুলি এমনভাবে সাজিয়ে যাতে নির্ধারিত শতাংশ বজায় থাকে।

১৬. শ্রী অমরেন্দ্র শরণ, প্রাইভেট প্রতিকূলদের জন্য অভিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী, এই প্রস্তাবটিও উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যে, তদুপরি, ইউপিপিএসসি -র সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না, ভারতের সংবিধানের ৩২০(৩) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী, যেটি এই আদালত তার সংবিধান বেঞ্চের রায়ে রাষ্ট্র বনাম মণবোধন লাল[৪] মামলায় আরও ব্যাখ্যা করেছিল বিদ্বান কৌঁসুলি ১৪ শতাংশ সংশোধনীর সমর্থনও চেয়েছিলেন, যেখানে ২১ক বিধি (উপ-নিয়ম (৮) উল্লিখিত) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের জ্যেষ্ঠতা "শুধুমাত্র এই নিয়মগুলি অনুসারে নির্বাচনের পরে পদোন্নতির আদেশের তারিখ থেকে" গণনা করতে হবে। তবে, আমরা মনে রাখতে পারি যে এই উপ-নিয়মটি আসলে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে আন্তঃ-জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৭. আমরা পক্ষগুলির জন্য বিদ্বান পরামর্শদাতার জমা দেওয়া বিষয়গুলি পরীক্ষা করেছি।

১৮. আমাদের দৃষ্টিতে, এই বিরোধটি অ্যাড হোসিজমের ফল, যা ইউ.পি. রাজ্যের কর্তৃপক্ষ দ্বারা আরও ভাল উন্নয়ন প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত আর আইনের সংশোধনী করার সময় শুরু হয়েছিল। নিয়মিত প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করা হয়নি এবং পদোন্নতি এবং সরাসরি নিয়োগ উভয়ের ক্ষেত্রেই স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে, এই স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থাটি নিয়মিত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত রেখে আরও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। এটি উভয় চ্যানেলেই ছিল। আবেদনকারীদের নিয়োগ স্বয়ং ইউপিপিএসসি-র নিয়মিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছিল না, বরং অফিস মেমোরেন্ডাম তারিখের মাধ্যমে নিযুক্ত একটি নির্বাচন কমিটির দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে করা হয়েছিল। এই নিয়োগ সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং অ্যাডহক ভিত্তিতে ছিল এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়মিত প্রার্থী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ এক বছর বা সেই সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকার কথা ছিল। তবে, এমন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া কখনও ঘটেনি, কিন্তু অন্যদিকে, ৩য় সংশোধনের মাধ্যমে, ৭.২.১৯৯২ তারিখের বিধির মতে, যাদের নিয়োগ ১.১০.১৯৮৬ অথবা তার আগে হয়েছিল, তাদের জন্য এই ধরনের অ্যাড হক নিয়োগগুলো নিয়মিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সংশোধনও

[৪] সুপ্রা

আপিলকারীদের জন্য সুবিধাজনক ছিল না, কারণ যদিও তাদের নিয়োগ ২৫.৮.১৯৮৭ তারিখে হয়েছিল, অর্থাৎ উল্লিখিত বিধির সংশোধনের আগে, তবুও কাটা তারিখ ১.১০.১৯৮৬ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে, ৭ম সংশোধনের মাধ্যমে, ২.৮.২০০১ তারিখে, এই বাধাটি ২৯.৬.১৯৯১ তারিখে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যাতে আপিলকারীদের মতো ব্যক্তিদের নিয়মিত করা যায়, এবং আপিলকারীদের ২০.১১.২০০১ তারিখের অফিস স্মারকের মাধ্যমে নিয়মিত করা হয়। এই সংশোধনগুলি গভর্নরের সঙ্গে পরামর্শক্রমে করা হয়েছিল, যিনি বিধিগুলি সংশোধন করতে সম্মত হয়েছিলেন।

১৯. আপিলকারীদের নিয়োগের পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হল এই বিষয়টিকে তুলে ধরা যে, আপিলকারীরা এমন ব্যক্তি নন যাঁদের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে, বরং একটি স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল, যা নিয়মিত করা হয়েছিল।

২০. বেসরকারী উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে ৫-১০ জন উদ্বিগ্ন, তারা পদোন্নতিপ্রাপ্ত। তারা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী ৫০ শতাংশ কোটার পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের "সহকারী প্রকৌশলী" হিসাবে টানা এবং পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদে পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি ২৭.৫.১৯৯৫-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজ্য সরকারের বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল দ্বারা উত্থাপিত বিতর্কে কিছু যোগ্যতা রয়েছে যে প্রাসঙ্গিক সময়ে ১৩তম সংশোধনী ইউপিপিএসসি-র সাথে পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছে এবং পরবর্তীকালে, ১৯.১০.১৯৯৫-এ এই ধরনের সংশোধনীগুলি বাতিল করা হয়েছিল। তবে, এটি বিতর্কিত নয় যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায় চূড়ান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সংবিধানের ৩২০ (৩) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা যা ইউ.পি. রাজ্য বনাম মানবোধন লাল[৫] বর্ণিত হয়েছে তাও স্পষ্ট করে দেয় যে সংবিধান নির্মাতাদের অভিপ্রায় কমিশনের সাথে পরামর্শের জন্য বাধ্যতামূলক হিসাবে ব্যবস্থা করা নাও হতে পারে, তবে এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি বলা হবে না যে কার্যনির্বাহী সরকারের পক্ষে কমিশনের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করার জন্য উন্মুক্ত, যেমনটি বোর্ড জুড়ে এই ধরনের পরামর্শ বাতিল করে বর্তমান ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

২১. পূর্বোক্ত অবস্থানের মুখোমুখি হয়ে, পদক্ষেপের গতিপথকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করা হয়েছিল ৪ "বিধি সংশোধনীর উপর, তারিখ ৮.৯.১৯৯৩, একটি দিক, যা হাইকোর্টের পক্ষে অনুকূল হয়েছে, কিন্তু সংশোধনীর বিপরীতে চলে। সংশোধনীতে এমন পদের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার জন্য পরামর্শের প্রয়োজন ছিল না। নিঃসন্দেহে,

[৫] সুপ্রা

'সহকারী প্রকৌশলী' পদটি এ ধরনের একটি পদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য হাইকোর্ট কীভাবে এই সংশোধনীর সহায়তা নিতে পারত তা আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। সুতরাং, আমাদের এই সিদ্ধান্তে কোনও দ্বিধা নেই যে এই ধরনের পরামর্শ বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু করা হয়নি। নির্দিষ্ট কিছু পদের জন্য প্রয়োজনীয় নয় বলে পরামর্শ বাতিল করা হয়েছিল তা বোঝায় যে উল্লিখিত নয় এমন পদগুলির জন্য এটি প্রয়োজন হবে।

২২. একই সঙ্গে, আমরা এটাও মনে করি যে, রাজ্য সরকারের বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি এই যুক্তিতে সঠিক যে এটি একটি অনিয়ম এবং অবৈধ নয়, এবং এই ধরনের অনিয়ম সর্বদা সম্ভাব্য পরামর্শের মাধ্যমে নিরাময় করা যেতে পারে।

২৩. আমরা উপরে উল্লিখিত হিসাবে আরও যোগ করতে পারি যে, সংশ্লিষ্ট বিধি ১-এর বিধি ২১ক-এর উপ-বিধি (৮) অনুযায়ী, এটি বর্তমান বিরোধকে সহায়তা করবে না কারণ এটি পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে আন্তঃসত্ত্বা জ্যেষ্ঠতাকে বোঝায়।

২৪. এই বিধিমালার ২৮ নং নিয়মে কোনও সন্দেহ নেই যে, সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা চাকরিতে যোগদানের তারিখ থেকে নির্ধারিত হবে। আরও একবার, উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, আপিলকারীদের অ্যাডহক নিয়োগ পরবর্তী তারিখ ২০.১১.২০০১ থেকে নিয়মিত করা হয়েছিল এবং এইভাবে, তারা কেবল সেই তারিখ থেকে তীব্র জ্যেষ্ঠতার জন্য নিয়োগ দাবি করতে পারে। এই উপ-নিয়ম, পদোন্নতিপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালনের তারিখ প্রাসঙ্গিক তারিখ হবে। ব্যক্তিগত উত্তরদাতারা বিভিন্ন তারিখ থেকে দায়িত্ব পালন করছেন এবং সেগুলি প্রাসঙ্গিক তারিখ হবে এবং সেই তারিখগুলি আবেদনকারীদের নিয়োগের আগে। একমাত্র অনিয়ম হল ইউপিপিএসসি-র সঙ্গে পরামর্শ না করা।

২৫. আমরা এটি বরং বিদ্রূপাত্মক বলে মনে করি যে, যে আবেদনকারীরা নিজে এফ ছিলেন, তাঁরা মূলত একটি অ্যাডহক ভিত্তিতে ছিলেন এবং নিয়মিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নয়, এই প্রযুক্তিগত আপত্তির ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতার তালিকাকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেন। তাদের নিয়োগ কখনই ইউপিপিএসসি-র মাধ্যমে হয়নি, যেমনটি নিয়মের অধীনে কল্পনা করা হয়েছে।

২৬. তবে, যা-ই হোক, প্রাইভেট প্রতিকূলদের/পদোন্নতিপ্রাপ্তদের নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে স্পষ্ট যে ত্রুটিটি সংশোধন করার জন্য, আমরা এটি উপযুক্ত মনে করি যে রাজ্য সরকারকে আজকের তারিখ থেকে সর্বাধিক দুই মাসের মধ্যে ইউপিপিএসসি -এর সঙ্গে পরামর্শের জন্য আবেদন করতে নির্দেশ দেওয়া উচিত, এবং পরামর্শ প্রক্রিয়ার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, এবং সিনিয়রিটি তালিকা অনুযায়ী

পরিচালিত হওয়া উচিত। এর অর্থ হল পদোন্নতিপ্রাপ্তরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইউপিপিএসসি-র অনুকূল মতামত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতার তালিকায় তাদের অবস্থান বজায় রাখবে/বজায় রাখবে, এবং কেবলমাত্র ইউপিপিএসসি অন্যথায় পরামর্শ দেয় এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, নেতিবাচকভাবে, সেই ব্যক্তিটি একই জ্যেষ্ঠতার অংশ হওয়ার যোগ্য হবেন না। আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে ইউপিপিএসসি-র পরামর্শে এই বিরোধের জন্য অবশ্যই একটি নীরবতা রাখা উচিত। আমরা যা পর্যবেক্ষণ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ইউপিপিএসসি সম্মত হলে এই বিষয়ে আর কোনও মামলা দায়ের করা উচিত নয়।

২৭. তদনুসারে আপিলগুলি পূর্বোক্ত শর্তাবলী অনুসারে নিষ্পত্তি করা হয় এবং পক্ষগুলিকে তাদের নিজস্ব খরচ বহন করতে হয়।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu